দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সংখ্যা: জুন ২০২১, আষাঢ় ১৪২৮, বর্ষ: ৪, পৃষ্ঠা: ২৪, রেজিস্ট্রেশন: প্রক্রিয়াধীন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৫টি মুজিব কিল্লাসহ ১৭৫টি বিভিন্ন অবকাঠামোর উদ্বোধন এবং ৫০টি মুজিব কিল্লার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (রবিবার, ২৩ মে ২০২১)।–পিআইডি

জনকল্যাণই আমাদের লক্ষ্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২২৫টি স্থাপনার উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'-এর বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান।

২৩ মে, ২০২১ তারিখ রবিবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২২৫টি স্থাপনার উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে ১১০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ৩০টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র ও ৫টি মুজিব কিল্লার উদ্বোধন করেন। একই সঙ্গে তিনি ৫০টি মুজিব কিল্লার ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, জনগণের কল্যাণ করাই আওয়ামী লীগের রাজনীতি। সরকার কিংবা বিরোধী দল– যেখানেই থাকি না কেন, যখনই দেশে কোনো দুর্যোগ হয়েছে, তখনই জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগ। প্রাকৃতিক, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগসহ সব দুর্যোগ মোকাবিলা করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। দেশের মানুষ বিশ্বের বুকে সম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে চলবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। তা ছাড়া মাঝে মাঝে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগও হয়। সব মোকাবিলা করেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। আমাদের এত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও একটা ছোট ভৌগোলিক সীমারেখায় বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে আমরা মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারছি।

মানুষকে সুরক্ষা প্রদানে সম্ভাব্য সবকিছুই সরকার করছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে প্রযুক্তির ব্যবহার জানমালের ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস করলেও জনগণকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে। আরেকটা ঘূর্ণিঝড় কিন্তু আসছে। আমরা আধুনিক প্রযুক্তির কারণে অনেক আগে থেকেই জানতে পারি। আর এসব বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা আমরা ইতোমধ্যে নিতে শুরু করেছি। ইনশাল্লাহ আমরা সতর্ক থাকব এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারব।

তিনি বলেন, সরকার নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বান্তঃকরণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেননা, সম্পদ চলে গেলে সম্পদ পাওয়া যায়, কিন্তু জীবন চলে গেলে আর পাওয়া যায় না। এ জন্য জনসচেতনতা বেশি প্রয়োজন। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস,

সম্পাদকীয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন হলো– গরিব ও দুস্থদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রাকৃতিক, জলবায়ুজনিত ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব জনগোষ্ঠীর সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং মিশন হলো– পূর্বের চিরাচরিত দুর্যোগকালীন সাড়াদান ও ত্রাণ কার্যক্রম থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম রূপান্তর করা, যাতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি জনগোষ্ঠীর সহনীয় পর্যায়ে থাকে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখেই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলে নিরন্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে ১১০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ৩০টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র ও ৫টি মুজিব কিল্লার শুভ উদ্বোধন করেন। একই সঙ্গে তিনি ৫০টি মুজিব কিল্লার ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। গত ২৬ মে ২০২১ তারিখে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' মোকাবিলার পূর্বপ্রস্তুতি কার্যক্রম, চীন, ভারত, পাকিস্তানসহ ২৪টি সদস্য দেশের মধ্যে এশিয়ার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (ADPC)-এর সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের নির্বাচিত হওয়া, নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে বজ্রপাতের আবির্ভাব ও করণীয়, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (তহবিল পরিচালনা) বিধিমালা ২০২১ প্রণয়ন, হটলাইন ৩৩৩ এর মাধ্যমে মানবিক সহায়তা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারীর ক্ষমতায়ন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম, ভূমিকম্প মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম, সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের তথ্যাদি, গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে দুর্যোগ সহনশীল বাসগৃহ প্রদান কার্যক্রম, মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্মারকগ্রন্থের শুভ মোড়ক উন্মোচন, চলমান করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের দুর্যোগ মোকাবিলায় মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তায়। সুধী পাঠক মহল এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা পাঠ করলে এই মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন বলে আশা করা যায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকনির্দেশনার ভিত্তিতে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা, সফল রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নির্মিত ১৭৫টি বিভিন্ন অবকাঠামো উদ্বোধন করেন (রবিবার, ২৩ মে ২০২১)।–পিআইডি

বন্যা, টর্নেডো, বজ্রপাত, ভূমিধস অথবা ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড– সবকিছুতেই মানুষকে রক্ষা করা বা সুরক্ষিত রাখার জন্য যা যা করণীয়, সে ব্যবস্থাগুলো আমরা করে যাচ্ছি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমানের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন স্বাগত বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর একটি ভিডিও চিত্রও প্রদর্শিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নোয়াখালীর সুবর্ণচর, বরিশালের উজিরপুর এবং গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সরকারপ্রধান বলেন, সঠিক দিকনির্দেশনা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে চললে বাংলাদেশের মানুষকে কেউ কখনো দাবিয়ে রাখতে পারবে না, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেভাবেই দেশকে গড়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে তিনি করোনাভাইরাস সম্পর্কে সকলকে পুনরায় সতর্ক করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, সবাই মিলে এই দুর্যোগকেও আমরা প্রতিহত করতে সক্ষম হব ইনশাল্লাহ।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে তাঁর সরকার নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনা এবং অবকাঠামোর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যেই ২৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ৩২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ১৬টি জেলার ৮২টি উপজেলায় ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ২৬৭টি উপজেলায় ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান আছে। ৬৩টি জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাম তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, দুর্যোগকালীন মানুষের কাছে খাদ্যসহায়তা দ্রুত যাতে পৌঁছানো যায়, তার জন্য সরকার পরিকল্পনা করে এই উদ্যোগ নিয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি উপজেলায় সরকার ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণ করে দিচ্ছে, যাতে যেকোনো দুর্যোগে দমকলকর্মীরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে ব্যবস্থা নিতে পারে। সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সব থেকে আশার কথা, ভলান্টিয়ারদের অর্ধেকই নারী এবং এটাই সব থেকে আনন্দের কথা, নারী-পুরুষ সকলে মিলেই আজকে দেশের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ-দুর্বিপাকে মানুষের জন্যই মানুষ। মানুষের পাশেই মানুষ থাকবে, সেই চিন্তা থেকেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে

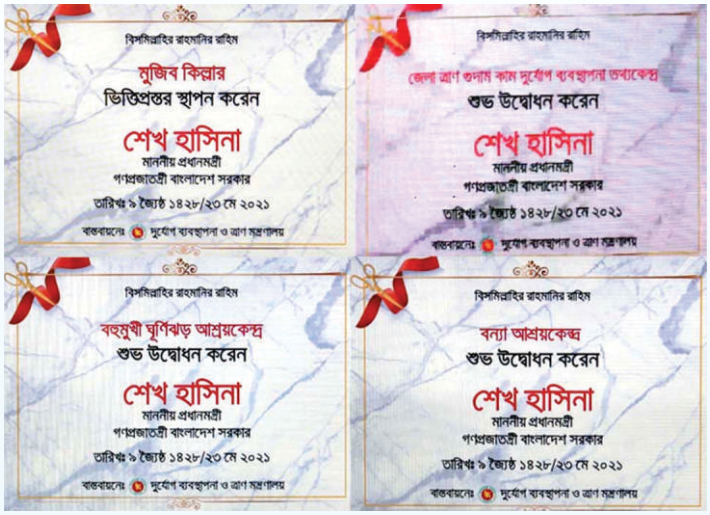

নিয়ে যেতে চাই। ইতোমধ্যেই আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসনে ২ হাজার ২৭৫ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়েছি অগ্নিনির্বাপণ, ভূমিকম্প বা ভূমিধস হলে সেখান থেকে মানুষকে রক্ষা করা এবং তাদের উদ্ধারকাজ কীভাবে পরিচালনা করা যায়, সে ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে। এখানে আমাদের ফায়ার সার্ভিস এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যেই জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১ থেকে ২০২৫ প্রণীত হয়েছে উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, বাংলাদেশ একটা বদ্বীপ, কাজেই এই বদ্বীপ অঞ্চলটাকে সুরক্ষিত করে আমাদের মানুষের জীবনযাত্রা যাতে সুরক্ষিত হয় এবং সেটা আজকের জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের জন্য শতবর্ষের একটা পরিকল্পনা অর্থাৎ ২১০০ সালের বাংলাদেশ কেমন হবে, কীভাবে নিরাপদ হবে, মানুষের জীবনযাত্রা কীভাবে উন্নত হবে, সেদিকে লক্ষ রেখে আমরা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বা ডেল্টা প্ল্যান প্রণয়ন করেছি।

প্রধানমন্ত্রী ডেল্টা প্ল্যান প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, আমাদের নদীমাতৃক দেশ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ এবং একটা বদ্বীপ। এই বদ্বীপটাকে সুরক্ষিত করা এবং এখানকার মানুষেরা যাতে সুন্দরভাবে নিরাপদে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তিনি বলেন, ২০২১ সাল পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করব। আল্লাহর রহমতে আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উন্নীত হয়েছি।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২৩ মে, ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২২৫টি স্থাপনার উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ১১০টি বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রের জেলাওয়ারি সংখ্যা

জেলার নাম	সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা
সাতক্ষীরা	০৪	ঝালকাঠি	০৪	ভোলা	১০	কক্সবাজার	১৩
বাগেরহাট	০৭	পিরোজপুর	০৩	লক্ষ্মীপুর	০৮	চাঁদপুর	০৭
খুলনা	০৬	বরগুনা	০৯	নোয়াখালী	০৫	কুমিল্লা	০৬
বরিশাল	০৩	পটুয়াখালী	১৩	চট্টগ্রাম	১১	ফেনী	০১

উদ্বোধনকৃত ৩০টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের জেলাওয়ারি সংখ্যা

জেলার নাম	সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা
দিনাজপুর	০১	কুষ্টিয়া	০১	বরিশাল	০১	রাঙামাটি	০১
রংপুর	০১	কুড়িগ্রাম	০১	ময়মনসিংহ	০১	শেরপুর	০১
সিরাজগঞ্জ	০১	নোয়াখালী	০১	বরগুনা	০১	মানিকগঞ্জ	০১
নাটোর	০১	টাঙ্গাইল	০১	চুয়াডাঙ্গা	০১	মৌলভীবাজার	০১
পিরোজপুর	০১	ফরিদপুর	০১	মুন্সিগঞ্জ	০১	পটুয়াখালী	০২
গোপালগঞ্জ	০১	বাগেরহাট	০১	ঝালকাঠি	০১	গাইবান্ধা	০১
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০১	কিশোরগঞ্জ	০১	নওগাঁ	০১	ঝিনাইদহ	০১
						মাগুরা	০১

উদ্বোধনকৃত ০৫টি মুজিব কিল্লার জেলাওয়ারি সংখ্যা

জেলার নাম	সংখ্যা
কক্সবাজার	০১
নোয়াখালী	০২
পটুয়াখালী	০২

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত ৫০টি মুজিব কিল্লার জেলাওয়ারি সংখ্যা

জেলার নাম	সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা
গোপালগঞ্জ	২	নোয়াখালী	৩	খুলনা	০১	জামালপুর	০১
ফরিদপুর	৫	চাঁদপুর	০১	যশোর	০১	সাতক্ষীরা	০১
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২	পটুয়াখালী	০৯	লালমনিরহাট	০১	ভোলা	০১
কক্সবাজার	৫	বরগুনা	০৩	শরীয়তপুর	০১	নীলফামারী	০১
চট্টগ্রাম	১০	সুনামগঞ্জ	০১	নড়াইল	০১		

উদ্বোধনকৃত বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের জেলাওয়ারি সংখ্যা

জেলার নাম	সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা
গাইবান্ধা	০১	সিরাজগঞ্জ	০২	চাঁদপুর	০৬	সুনামগঞ্জ	০১
রংপুর	০১	মাদারীপুর	০১	কুমিল্লা	০১	যশোর	০১
বগুড়া	০১	গোপালগঞ্জ	০১	জামালপুর	০২	মানিকগঞ্জ	০১
পাবনা	০১	শরীয়তপুর	০৩	টাঙ্গাইল	০১	সাতক্ষীরা	০২
নাটোর	০১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০২	মৌলভীবাজার	০১		

দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আড়াই হাজার কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে

– ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি ঢাকায় মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত ভূমিকম্প এবং অগ্নিকাণ্ডে করণীয় বিষয়ক সচেতনতামূলক মহড়ায় বক্তৃতা করেন (শনিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১)।–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আড়াই হাজার কোটি টাকার উদ্ধার সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। একই সঙ্গে চারটি হেলিকপ্টার এবং চারটি হোভারক্রাফটও ক্রয় করা হবে। এ ছাড়া বিভাগীয় এবং জেলা শহরসমূহের জন্য ৬৫ ও ৫৫ মিটার উচ্চতায় উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর লক্ষ্যে ৬০টি উন্নত মানের লেডার ক্রয় করা হবে। তিনি বলেন, যেকোনো দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে উন্নত দেশের মতো সক্ষমতা অর্জনে সরকার কাজ করছে।

প্রতিমন্ত্রী ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত ভূমিকম্প এবং অগ্নিকাণ্ডে করণীয় বিষয়ক সচেতনতামূলক মহড়ায় বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলা অনেকটাই সহজ হয়। গত বছর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড হলেও বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কারণ, সেখানে অগ্নিকাণ্ডের এক মাস পূর্বে সচেতনতামূলক মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। দেশের মানুষজনকে অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতন করার লক্ষ্যে সারা দেশে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। বস্তিগুলোর টিনের ও অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর ঘর ভেঙে তার পরিবর্তে সেখানে মাল্টিস্টোরিড ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার কার্যক্রম শুরু করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এখন উন্নয়নের ট্রেনে, যা যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছাবে।

এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ এখন এশিয়ার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে

শুধু উন্নয়নেই নয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাতেও বিশ্বে রোল মডেল দেশ বাংলাদেশ। বাঙালির স্বাধিকারের, স্বপ্নের স্বাধীনতার মাসে ইতিহাসের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যখন যুগপৎভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে, তখনই যুক্ত আরো একটি সুসংবাদ। দুর্যোগ মোকাবিলায় ধারাবাহিক সাফল্যের দৌলতে এবার এশিয়া দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্রের (এডিপিসি) মর্যাদাপূর্ণ নেতৃত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ।

প্রথমবারের মতো গুরুত্বপূর্ণ এই পদে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন। সম্প্রতি কেন্দ্রটির দ্বিতীয় সভায় আগামী এক বছরের জন্য তাঁর হাতেই নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড তুলে দিয়েছে বোর্ড অব ট্রাস্টি। চীন, ভারত, পাকিস্তানসহ ২৪টি দেশের মধ্য থেকে এশিয়া দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্রের গুরুদায়িত্বে বাংলাদেশের এই সচিবের দায়িত্বভার গ্রহণকে মুজিববর্ষে দেশের জন্য এক বিরল সম্মান হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা।

এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সেখানকার জনসাধারণ ও বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এশিয়া দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র (এডিপিসি) প্রতিষ্ঠিত। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে এডিপিসির সদর দপ্তর গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও শ্রীলঙ্কায় রয়েছে এই কেন্দ্রের আঞ্চলিক অফিস। এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ ও সম্প্রদায়কে ডিআরআর (দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস) ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ডিআরআর ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সক্ষমতা তৈরিতে বন্যা, ভূমিধস, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, খরাসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রতিরোধী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সেবাও দিয়ে আসছে এডিপিসি। একই সঙ্গে ক্রস-সেক্টরাল প্রজেক্ট ক্ষেত্র বিকাশ ও প্রয়োগেও কাজ করছে এই কেন্দ্র।

বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়া দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্রের (এডিপিসি) সদস্য দেশসমূহ হচ্ছে চীন, ভারত, কম্বোডিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। এ ছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে (রিজিওনাল কনসালটেটিভ) আঞ্চলিক পরামর্শক কমিটিতে রয়েছে আফগানিস্তান, ভুটান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্ডান, কাজাখস্তান, লাওস, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মঙ্গোলিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, দক্ষিণ কোরিয়াসহ ১৬টি দেশ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ রোল মডেল

– ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৭৫ সালে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তা স্তিমিত হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করার পর দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়। তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হয়েও আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'রোল মডেল' হিসেবে গণ্য।

প্রতিমন্ত্রী ৬ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'Bangladesh towards Cyclone Resilience through the legacy of Bangabandhu and Sheikh Hasina' শীর্ষক সেমি-ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলাম এবং অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭০ সালে এই ভূখণ্ডে আঘাত হানে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। এই দুর্যোগের ব্যাপারে আগাম কোনো সতর্কতাই দেয়নি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। আর এই ঝড় চলে যাওয়ার পর ত্রাণ ও উদ্ধার কাজেও সেভাবে কোনো উদ্যোগ নেয়নি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। এই ঘূর্ণিঝড়ে শোষক পাকিস্তানিদের তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি চরম অবহেলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার কারণে ১০ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। সেটি ছিল স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে সময় ১৯৭০ সালের নির্বাচনী কর্মকাণ্ড ছেড়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় এবি তাজুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতার পর উপকূলীয় অধিবাসীদের জানমাল ও সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি লাঘব করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটিকে সরকারি কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবেই ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) পরিপূর্ণভাবে যাত্রা শুরু করে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিকশিত হয়েছে।

প্রধান আলোচক তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে বিপন্ন মানুষের কল্যাণে যে রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ও নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশকে একটি দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম দেশে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের এই সাফল্যের কৌশল জানতে বিশ্ব মহলও উন্মুখ।

সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন বলেন, সিপিপির ৭৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে আগাম দুর্যোগ সতর্কবার্তা প্রচার, অপসারণ ও উদ্ধার, ২০১২ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রশাসনিক কাঠামো, বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, মুজিব কিল্লা সংস্কার ও নির্মাণ, দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি, নদী এবং উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, মহামারি করোনা মোকাবিলা প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনের এই প্রয়াস আজ বিশ্বমহলে প্রশংসিত।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহনশীলতা এবং প্রশমনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ)-এর মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সহনশীলতা এবং প্রশমনের ক্ষেত্রে সহযোগিতাবিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন এবং বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী নিজ নিজ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। সম্প্রতি (৩০ মার্চ, ২০২১) খ্রিস্টাব্দ ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের উপস্থিতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার জনাব বিক্রম দোরাইস্বামী ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বিবেচ্য বিষয়সমূহ হলো (১) বাংলাদেশ ও ভারতে সম্ভাব্য দুর্যোগের ঘটনার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি, (২) দুই দেশের জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশমন ও সহনশীলতা সৃষ্টি, (৩) স্ব স্ব অঞ্চলে বড় ধরনের প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের সময়ে যেকোনো পক্ষের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রাণ, সাড়াদান ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো, (৪) দুর্যোগ সহনশীলতা নিশ্চিতকরণে দুর্যোগ সাড়াদান, পুনরুদ্ধার, প্রশমন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য, রিমোট সেন্সিং ডেটা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত এবং অভিজ্ঞতা ও সর্বোত্তম চর্চাসমূহ বিনিময়, (৫) দুর্যোগ প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং প্রশমনে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, রিমোট সেন্সিং, নেভিগেশন পরিষেবা এবং রিয়েল টাইম ডেটা শেয়ারিংয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, (৬) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান, (৭) উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক যৌথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মহড়া পরিচালনা, (৮) দুর্যোগ সহনশীল জনগোষ্ঠী গঠনের লক্ষ্যে মানদণ্ড, সর্বশেষ প্রযুক্তি ও টুলস বিনিময়, (৯) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকাশনা এবং উপকরণাদি যেমন পাঠ্যপুস্তক, নির্দেশিকা বিনিময় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কিত যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, (১০) এ সমঝোতা স্মারকের আওতাধীন কার্যক্রম পরিচালনায় উভয় পক্ষ একটি করে যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করবে, (১১) বাস্তবায়ন সহযোগিতার অগ্রগতি ও ফলাফল পর্যালোচনার পাশাপাশি সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ ও শনাক্তকরণ, সম্মত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও ত্বরান্বিতকরণ এবং সহযোগিতার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণের জন্য উভয় দেশই সিনিয়র লেভেলে ওয়ার্কিং ভিজিট এবং সভার আয়োজন করবে, (১২) উভয় পক্ষ সহযোগিতার একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং এই পরিকল্পনায় সহযোগিতার জন্য সম্মত প্রকল্পসমূহ, সেগুলো বাস্তবায়নের সময়সীমা ও পক্ষগুলোর বাধ্যবাধকতাসমূহ এবং নিজ নিজ দেশে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনায় যে সকল সুনির্দিষ্ট বিষয় পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে, সেগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে, (১৩) এ সমঝোতা স্মারকটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সহযোগিতার সম্মত কাঠামো যেমন যৌথ নদী কমিশন, ১৯৯৬ সালের গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সম্পর্কিত সহযোগিতাকে প্রভাবিত করবে না, (১৪) স্বাক্ষরের পরে এ সমঝোতা স্মারক তথ্য শেয়ারিংয়ে সহযোগিতার বিদ্যমান সম্মত কাঠামোতে কোনোভাবেই প্রভাব ফেলবে না (১৫) সংশ্লিষ্ট দেশের নির্ধারিত অনাপত্তি সাপেক্ষে গবেষণার সাথে যুক্ত বিদেশিরা সফর করতে পারবেন, (১৬) এ সমঝোতা স্মারকের আওতাধীন কার্যক্রম বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির (আইপি) সৃষ্টি করলে পক্ষসমূহ পৃথক একটি চুক্তি সম্পাদন করবে। উক্ত চুক্তি প্রতিটি পক্ষের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, উভয় পক্ষের দেশ দুটি পক্ষ– এরূপ বহুজাতিক চুক্তির বিধান অনুসারে এ জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্যিকীকরণের ব্যবস্থা করবে, (১৭) এ সমঝোতা স্মারকটি তিন বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। তবে উভয় পক্ষের সম্মতিতে এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের আগাম দুর্যোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল)-এ দুর্যোগ সতর্কীকরণ গবেষণা কেন্দ্রের (ওয়ার্নিং রিসার্চ সেন্টার) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা সমাদৃত হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ বুধবার রাতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ভার্চুয়ালি এই কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করায় এই অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীনকে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

মোঃ মোহসীন তাঁর উপস্থাপনায় বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ত্রাণনির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা শুরু করেন। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচারে সিপিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিপিপির যাত্রা শুরু করেছিলেন, যারা আগাম সতর্কসংকেত প্রচার এবং সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের জানমাল রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা ৭৬ হাজার ২০ জনে উন্নীত হয়েছে। এই স্বেচ্ছাসেবকদের ৫০% নারী। তিনি আরো উল্লেখ করেন, দেশজুড়ে আধুনিক আবহাওয়ার রাডার এবং পূর্বাভাস ব্যবস্থা রয়েছে। উপকূলে ৫ হাজারের বেশি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুর্যোগে প্রাণহানির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সচিব বলেন, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে সাম্প্রতিক কালে একই মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি একক সংখ্যায় নেমে এসেছে।

দুর্যোগ সতর্কীকরণ গবেষণা কেন্দ্রেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরিচালক ড. কারিনা ফার্নলি, উপপরিচালক অধ্যাপক ইলান কেলমান, ইউসিএল সেন্টার ফর জেন্ডার অ্যান্ড ডিজাস্টারের পরিচালক অধ্যাপক মওরিন ফর্ডহ্যাম, লিভারপুল হোপ ইউনিভার্সিটির আর্লি ওয়ার্নিং বিশেষজ্ঞ এলিস বেনেটসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ড. কারিনা ফার্নলি বাংলাদেশের দুর্যোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সাফল্যের কারণ হিসেবে কার্যকর নীতি ও সবল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ মানবসম্পদে সমৃদ্ধ সতর্কীকরণ কেন্দ্র, মানবতার সেবায় বলীয়ান প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক, পর্যাপ্তসংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র ও সমাজের সকলকে সম্পৃক্ত করে কাজ করার নীতির বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত ও অনুসরণীয় বলেও মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক মওরিন ফর্ডহ্যাম বলেন, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে নারীর নেতৃত্ব বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। বাংলাদেশের আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় নারীর নেতৃত্ব বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য।

আর্লি ওয়ার্নিং বিশেষজ্ঞ এলিস বেনেট বলেন, বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের অংশগ্রহণের কারণে বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি একটি বিরল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এই প্রক্রিয়ায় দুর্যোগপ্রবণ দেশসমূহ তাদের দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল)-এ দুর্যোগ সতর্কীকরণ গবেষণা কেন্দ্রের (ওয়ার্নিং রিসার্চ সেন্টার) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন (বুধবার, ৩০ জুন ২০২১)।–পিআইডি

বিশেষ দ্রষ্টব্য

যে কোন মোবাইল থেকে
১০৯০ চাপুন
জরুরি আবহাওয়া বার্তা জেনে নিন

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস তথা সহনশীলতা তৈরির উদ্দেশ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫-এর মূল প্রতিপাদ্য হলো 'সকল প্রকার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জন' (Winning resilience against all odds)।

লক্ষ্যসমূহ

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ২০২৫ সালের মধ্যে মৃত ও নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা প্রতি লাখে ০.২০২৫ জনে কমিয়ে আনা এবং দুর্যোগকবলিত মানুষের সংখ্যা প্রতি লাখে দুই হাজারে এ নামিয়ে আনা;
- ১ লাখ একর পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ কমিয়ে আনা;
- ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির পরিমাণ ২৫ লাখ একরের মধ্যে কমিয়ে আনা;
- জিডিপির অনুপাতে দুর্যোগের ফলে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি ০.৭% এর মধ্যে রাখা;
- দুর্যোগের ফলে মোট ক্ষতি ১০ লাখ টাকায় নামিয়ে আনা;
- উপকূলীয় অঞ্চলে আরো ২ হাজার অতিরিক্ত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা;
- জ্বলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধকল্পে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদীভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নগর এবং উপকূল অঞ্চলের জন্য ১ লাখ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক বাড়ানো;
- দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ির নির্মাণ নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- খাদ্যশস্য মজুদের জন্য প্রতিটি বাড়িতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- প্রতিটি ওয়ার্ডে স্বেচ্ছাসেবকদের সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান।

এনপিডিএম ২০১৬-২০২০ এর অগ্রগতি ও অর্জন পর্যালোচনা

এনপিডিএম ২০১৬-২০২০ দুর্যোগে সকলের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ঝুঁকি অবহিতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এ সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগের উদ্যোগ বাস্তবায়ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনের জন্য আটটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত নির্দেশ রয়েছে যেমন:

ক) বিদ্যমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি এবং নীতিমালা হালনাগাদকরণ;
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশাসন উন্নয়ন;
গ) দীর্ঘমেয়াদে প্রভাব রাখা দুর্যোগের বিরুদ্ধে সহনশীলতা গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগ;
ঘ) সামাজিক সুরক্ষা;
ঙ) অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন;
চ) বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্টতা;
ছ) সহনশীলতা বৃদ্ধিতে দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার এবং
জ) সম্ভাব্য নতুন ঝুঁকিসমূহ।

এনপিডিএম ২০১৬-২০২০ সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এবং এসডিজিসহ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কাঠামোকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এতে বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক লক্ষ্যগুলো অর্জনের নিমিত্ত জাতীয় কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্য সংস্থাগুলোর জন্য ৩৪টি লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এনপিডিএম ২০১৬-২০২০ এর পর্যালোচনায় দেখা যায়, দুর্যোগজনিত মৃত্যুহার ও দুর্যোগকবলিত মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনা, আগাম সতর্কবার্তা উন্নয়ন ও প্রচার, সাড়াদান কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, ভূমিকম্প প্রস্তুতি, প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তিকরণ, সাড়াদানে সিভিল-মিলিটারি সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় জেন্ডার এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয় মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে আরো সুযোগ রয়েছে।

এনপিডিএম ২০১৬-২০২০ এর গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং অর্জন

- আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার উন্নতি;
- ভূমিকম্প কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ;
- কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক উন্নয়ন কার্যক্রম;
- সিভিল-মিলিটারি সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- জাতীয় জরুরি কার্যক্রম পরিচালন কেন্দ্র (NEOC);
- কৃষি, আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিষেবা;
- জাতীয় ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকরণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষণ;
- দুর্যোগের প্রভাব মূল্যায়নে ডিআইএ টুল;
- ফায়ার স্টেশন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ;
- বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি;
- সিপিপির সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি;
- নির্দেশিকা প্রণয়ন;
- দুর্যোগ-সংক্রান্ত প্রায়োগিক শিক্ষার বিস্তার;
- জাতীয় বাস্তুচ্যুতি কৌশলপত্র প্রণয়ন;
- পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কৌশল প্রণয়নের ধারণাপত্র প্রস্তুতকরণ;
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা;
- বেসরকারি সেক্টরে ঝুঁকি অবহিতিমূলক বিনিয়োগ।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)তে

নারীর ক্ষমতায়ন

– দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারীর অগ্রযাত্রা

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীরা দুর্যোগে অধিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। নারী ও পুরুষের ওপর দুর্যোগের ভিন্নতর প্রভাব মূলত বিদ্যমান নারী-পুরুষ অসম ক্ষমতায়নের কারণে ঘটে থাকে। তবে এই চিত্র পাল্টে গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ফলে নারীরা এখন লিঙ্গবৈষম্যহীন দুর্যোগ সহনীয় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম শক্তি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তারা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় 'পরিবর্তনের দূত' হিসেবে গৃহে, কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারী ক্ষমতায়নে চিহ্নিত বৈষম্যসমূহ:

- সংখ্যায় অসমতা
- সিপিপিতে নারী স্বেচ্ছাসেবক ছিল পুরুষের এক-তৃতীয়াংশ
- সক্ষমতা পশ্চাৎপদ
- অংশগ্রহণে পিছিয়ে
- প্রায় শূন্য নেতৃত্ব

বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ

স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্য

- সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক কাঠামোতে নারী-পুরুষ সমতা আনয়ন।
- ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার সকল পর্যায়ে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের সমভাবে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- দুর্যোগ মোকাবিলার চ্যালেঞ্জিং কাজে অংশগ্রহণের জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদান।
- তাদেরকে যথাযথ উপকরণ সরবরাহ করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে তাদের কার্যকর ও নেতৃত্বসুলভ ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করা।
- সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, প্রসূতি মহিলাদের আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়নে নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের ভূমিকা বৃদ্ধি করা।

মধ্য মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্য

- স্বেচ্ছাসেবক কাঠামোর সকল পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
- গ্রাম পর্যায়ে নারীদের সাথে উঠান বৈঠকে নারী স্বেচ্ছাসেবকগণকে নিয়োজিত করা।

- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক মহড়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- সফল নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের সাফল্যের কথা প্রচারের ব্যবস্থা করা।

স্বল্পমেয়াদি প্রত্যাশিত ফল

- দুর্যোগকালে নারীদের আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।
- দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা নারীদের কাছে সহজে পৌঁছুবে।
- দুর্যোগকালে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা হ্রাস পাবে।
- দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্যসমূহে নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে।
- সামগ্রিকভাবে নারীদের দুর্যোগ ঝুঁকি কমবে।

দীর্ঘমেয়াদি প্রত্যাশিত ফল

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ সহনীয় সমাজ সৃষ্টির সহায়ক হবে।
- দুর্যোগ আগাম সতর্কবার্তা ও জীবন রক্ষাকারী সেবাসমূহে নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধির কারণে ঘূর্ণিঝড়ে নারী মৃত্যুর হার কমেছে।
- ঘূর্ণিঝড়ে নারী-পুরুষ মৃত্যুর অনুপাত ছিল ১৯৭০ সালে ১৪:১, ১৯৯১ সালে ৫:১, ২০১৭ সালে ২:১, ২০২০ সালে ১:১।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন

১৩ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে সিপিপির ১৮ হাজার ৫০৫ জন নতুন নারী স্বেচ্ছাসেবক অন্তর্ভুক্তি উদ্বোধন হয়।

একই সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারী ক্ষমতায়নের যাত্রা শুরু হয়।

২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণকে পুরস্কার প্রদান।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

সিপিপির নারী স্বেচ্ছাসেবক সমতায়ন প্রস্তাব ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

মাঠপর্যায়ে সিপিপি সাংস্কৃতিক ইউনিট ও স্বেচ্ছাসেবকগণের মাধ্যমে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করে স্বেচ্ছাসেবায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রচারণা চালানো হয়।

ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'-এর প্রস্তুতি সভা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক জরুরি সভায় সভাপতিত্ব করেন (সোমবার, ২৪ মে ২০২১)।–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' আজ সকাল থেকে ভারতের উপকূল অতিক্রম শুরু করেছে। এর প্রভাব থেকে বাংলাদেশ এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। তবে 'ইয়াস'-এর প্রভাবে অতি জোয়ার বা জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় ৯ জেলার ২৭ উপজেলার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী ২৪ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সার্বিক ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজ সকাল থেকে ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' ভারতের উড়িষ্যা উপকূল অতিক্রম শুরু করেছে। এটি এখনো অতিক্রম করছে, আশা করি বিকেল ৪টা নাগাদ এটি উড়িষ্যা অতিক্রম করবে। আমাদের এখানে ঘূর্ণিঝড়ের তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি বলেও জানান এনামুর রহমান। তিনি জানান, অতি জোয়ার বা জলোচ্ছ্বাসে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার ২৭টি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি ঢাকায় তার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সার্বিক ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন (বুধবার, ২৬ মে ২০২১)।–পিআইডি

ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে– শ্যামনগর, আশাশুনি, কয়রা, দাকোপ, পাইকগাছা, শরণখোলা, মোংলা, মোড়েলগঞ্জ, মঠবাড়িয়া, বরগুনা সদর, পাথরঘাটা, আমতলী, পটুয়াখালী সদর, গলাচিপা, রাঙ্গাবালী, দশমিনা, মির্জাগঞ্জ, কলাপাড়া, চরফ্যাশন, মনপুরা, তজুমদ্দিন, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, ভোলা সদর, হাতিয়া, রামগতি ও কমলনগর।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী ও অর্থ বরাদ্দ দেয়া আছে। এ ছাড়াও আজ ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'-এর প্রভাবে জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলীয় ৯টি জেলার ২৭টি উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা দিতে ১৬ হজার ৫০০ শুকনা ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'উপকূলীয় জেলা, উপজেলাসমূহে ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য আদান-প্রদানে নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এনডিআরসিসি (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য সংগ্রহ ও আদান-প্রদানে সার্বক্ষণিক কাজ করেছে।'

এনামুর রহমান বলেন, 'উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) ৭৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবক ছাড়াও স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, আনসার ভিডিপির স্বেচ্ছাসেবকরা কাজ করছে। ঝড় আঘাত হানলে মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে আনার জন্য আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রস্তুত আছে। মানবিক সহায়তার যথেষ্ট সংস্থান আগে থেকেই করা আছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য যথেষ্ট মাস্ক এবং স্বাস্থ্য উপকরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।'

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মোঃ মোহসীন বলেন, 'প্রাথমিকভাবে কিছু ক্ষয়ক্ষতির হিসাব প্রস্তুত করা হয়েছে। আরেকটা সভা করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন করা হবে। মাঠের কাজ শেষ হলে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সেটা করব।'

সর্বশেষ জেলা প্রশাসন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'-এর প্রভাবে উপকূলীয় ১৪টি জেলার অবস্থাও তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রী।

বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করে অভীষ্ট ও বদ্বীপ পরিকল্পনা লক্ষ্য অর্জনে সরকার কাজ করছে

– ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক' কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (বুধবার, ২৩ জুন ২০২১)।–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ ২০২৪ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের পর্যায়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই কর্মকৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ এবং বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হবে। বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জৈবিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে একীভূত করা হবে। তাদের জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন, অভীষ্ট ও বদ্বীপ পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে সরকার কাজ করছে।

প্রতিমন্ত্রী ২৩ জুন (২০২১ খ্রিস্টাব্দ) ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন' বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আতিকুল হক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম, রঞ্জিত কুমার সেন, আলী রেজা মজিদ, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, রওশন আরা বেগমসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত বন্যা, গ্রীষ্মকালীন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এসব দুর্যোগ নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষের প্রাণহানি, অবকাঠামোর ক্ষতি এবং জীবন ও জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার কিংবা এলাকাবাসী তাদের বসতবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বর্তমানে যে পরিমাণ বাস্তুচ্যুতি ঘটছে, তার মাত্রা ও তীব্রতা আসন্ন বছরগুলোতে আরো অনেক বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের একক বৃহত্তম ক্ষতিকর রূপ হতে যাচ্ছে অভিবাসন ও বাস্তুচ্যুতি।

এনামুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ সরকার ২১০০ সালের মধ্যে নিরাপদ, জলবায়ু সহিষ্ণু এবং সমৃদ্ধ বদ্বীপ অর্জনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২০২১' প্রণয়ন করেছে। এই পরিকল্পনায় প্রতীয়মান হয় যে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসন ও বাস্তুচ্যুতি নগরায়ণের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। তাই সুশৃঙ্খল অভিবাসন ব্যবস্থা পদ্ধতির মাধ্যমে নগরগুলো থেকে এই চাপ সুষ্ঠুভাবে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন বলেন, বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প হচ্ছে মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সরকারের এই কৌশলগত রূপকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর (SDF) মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নীতিমালা, কর্মপরিকল্পনা এবং কৌশল ঢেলে সাজাচ্ছে এবং নতুনভাবে প্রণয়ন করছে।

কোভিড-১৯ সফলভাবে মোকাবিলা করায় বাংলাদেশের প্রশংসা করল ইউএনডিপি এবং আইওএম

কোভিড-১৯ সফলভাবে মোকাবিলা করায় বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করল ইউএনডিপি এবং আইওএম (আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা)। ১১ জুন (২০২১ খ্রিস্টাব্দ) ইউএনডিপির আয়োজনে 'ইনক্লুডিং মাইগ্র্যান্টস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস ইন দ্য সোসিও-ইকোনমিক রিকভারি: এক্সপেরিয়েন্স ফ্রম দ্য আইওএম-ইউএনডিপি পার্টনারশিপ অন দ্য কোভিড-১৯' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এ প্রশংসা করা হয়।

বাংলাদেশ থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকালে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ সরকার নগদ টাকা ও খাবার সরবরাহের মাধ্যমে সাত কোটি মানুষকে মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে। মানুষের জীবন-জীবিকার সহায়তার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। সরকার ৮ লক্ষ ৮৪ হাজার দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণপূর্বক বাস্তুচ্যুত এবং গৃহহীন মানুষের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যার বাস্তবায়ন চলমান।

তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে সরকারের গৃহীত নানামুখী উদ্যোগে বাংলাদেশ বিগত দশকে উন্নয়নের সুবিধা অর্জন করতে পেরেছে এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধি প্রায় ৭.৫ পার্সেন্ট অব্যাহত রাখতে পেরেছে। কোভিড বৈশ্বিক মহামারি সময়েও গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫.২৪ পার্সেন্ট প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার গত বছর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু গঠিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতিবিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে এবং তদনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ চলমান। ইউএনডিপির প্রতিনিধি David Khoudour বাংলাদেশ সরকারের এই কৌশলপত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আইওএমের মহাপরিচালক অ্যান্তোনিও ভিটোরিনো (Antonio Vitorino) কুড়িগ্রাম জেলায় কোভিড-১৯ এর সময়ে বাস্তুচ্যুত মানুষের গন্তব্য নির্ধারণে যে পদ্ধতির পাইলটিং করা হয়েছে, তার প্রশংসা করেন। তিনি এ পদ্ধতি অন্যান্য স্থানেও বাস্তবায়ন করার বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। আইওএম ও ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে পাইলটকৃত এ বাস্তুচ্যুতি ট্র্যাকিং পদ্ধতি বাস্তুচ্যুত মানুষের গতিবিধি এবং তাদের প্রয়োজন নিরূপণ করতে সহায়ক হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভার্চুয়াল এ অনুষ্ঠানে ইউএনডিপি প্রধান Achim Steiner এবং আইওএম মহাপরিচালক Antonio Vitorino ছাড়াও কিরগিজস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট Ms. Rosa Otunbaeva ও ইউএনডিপির লেসোথোর আবাসিক প্রতিনিধি Ms. Bettz Wabunoha অংশগ্রহণ করেন।

মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন

Construction, Renovation and Development of Mujib Killa

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

প্রকল্পের মোট ব্যয়: ১৯৫৭.৪৯ কোটি টাকা

প্রকল্পের অর্থায়ন: বাংলাদেশ সরকার

বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত

প্রকল্পভুক্ত মুজিব কিল্লা:

দেশের ৪০টি জেলার ১৫০টি উপজেলায় মোট ৫৫০টি

ঘূর্ণিঝড় প্রবণ ১৬টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় ৩১৭টি

বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙনপ্রবণ এলাকার ২৪টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় ২৩৩টি

বিদ্যমান মুজিব কিল্লা ১৭২টি

এবং নতুন ৩৭৮টি

সর্বমোট ৫৫০টি

ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। প্রতিবছর এ দেশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলের দশ লক্ষাধিক মানুষ ও কয়েক লক্ষ গবাদিপশু মারা যায়। তাই স্বাধীনতার পরপর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্ভাবনী চিন্তায় মানুষ ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয়। সুবিধাভোগী জনসাধারণ ভালোবেসে এগুলোর নাম দেয় 'মুজিব কিল্লা'।

দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই কিল্লাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত ও অনেক ক্ষেত্রে বেদখল হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দূরদর্শী চিন্তায় এ সকল প্রায় পরিত্যক্ত কিল্লাগুলোকে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন করার পাশাপাশি নতুন অবয়বে আধুনিক রূপে আরও বহুসংখ্যক মুজিব কিল্লা নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেন।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- দুর্যোগকবলিত জনসাধারণ ও তাদের পরিবারের জীবন রক্ষা এবং মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী নিরাপদে সংরক্ষণ
- দুর্যোগে আক্রান্ত গৃহপালিত প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিতকরণ
- স্বাভাবিক সময়ে বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, খেলার মাঠ ও হাট-বাজার হিসেবে ব্যবহার
- গ্রাম ও ইউনিয়ন কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কমিউনিটি উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈঠক/সভা আয়োজন
- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থান হিসেবে ব্যবহার
- দুর্যোগ-পূববর্তী/দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে অস্থায়ী সেবাকেন্দ্র/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার

প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলী

তিন ধরনের মুজিব কিল্লা নির্মাণ/সংস্কার করা হবে

"এ" ক্যাটাগরিতে ১৮৬টি মুজিব কিল্লা

- বিদ্যমান ৫৫টি সংস্কার/উন্নয়ন
- ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৬২টি ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৬৯টি নির্মাণ

"বি" ক্যাটাগরিতে ১৭১টি মুজিব কিল্লা

- ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বিদ্যমান ৬৩টি পুনর্নির্মাণ/সংস্কার
- নতুন ১০৮টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৩১টি ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৭৭টি) নির্মাণ

"সি" ক্যাটাগরিতে ১৯৩টি মুজিব কিল্লা

- বিদ্যমান ৫৪টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৫৩টি ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় ১টি) পুনর্নির্মাণ/সংস্কার
- নতুন ১৩৯টি (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ৫৪টি ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৮৫টি) নির্মাণ

সোলার প্যানেল ১৫৪২ কিলোওয়াট

নলকূপ স্থাপন ৭৪৩টি

টাইপ-বি

শেড এর আয়তন ১৬০ x ৫০ = ৮০০০ বর্গফুট
(মোট জায়গার পরিমাণ ২৮০ x ১৮০ বর্গফুট বা ১১৬ শতাংশ)

টাইপ-এ

শেড-এর আয়তন ১২০ x ৫০= ৬০০০ বর্গফুট
(মোট জায়গার পরিমাণ ২৪০ x ১৮০ বর্গফুট বা ৯৯ শতাংশ)

টাইপ-সি

তিনতলা ভবনের আয়তন
১১০ ফুট x ৫৫ ফুট = ৬০৫০ বর্গফুট (প্রতি তলা)
শেড-এর আয়তন ১৬০ x ৫০ = ৮০০০ বর্গফুট
(মোট জায়গার পরিমাণ ২৯০ x ২৮০ বর্গফুট বা ১৮৫ শতাংশ)

মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

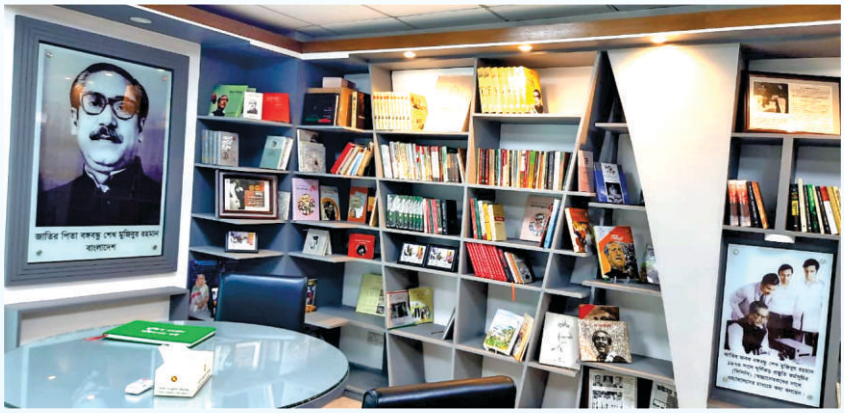

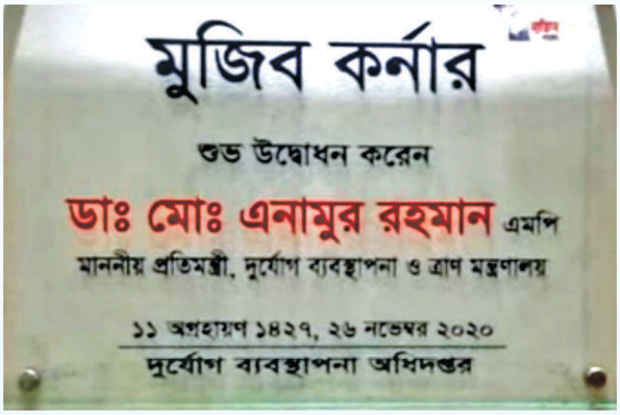

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ১০ম তলায় মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী গত ২৬.১১.২০২০ তারিখে মুজিব কর্নার উদ্বোধন করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থসহ তাঁর কর্ম ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন বই সংগ্রহ করে মুজিব কর্নারে রাখা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মুজিব জন্মশতবর্ষ ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কারণে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে মুজিব কর্নার নির্মাণ:

'বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা:

১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুর ত্রাণ বিতরণসহ অন্যান্য মানবিক কার্যক্রমের বিষয়ে ৮টি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

সারা দেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৫০ হাজার দুর্যোগ সহনীয় গৃহ উদ্বোধন করা:

২০২০-২১ অর্থবছরে মুজিব শতবর্ষে 'ভূমিহীন ও গৃহহীন' পরিবার পুনর্বাসনে পরিবার প্রতি ২ শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্তপূর্বক আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় প্রকল্প (CVRP) কর্তৃক সমন্বিতভাবে ৫৯,৮০৩টি পরিবার পুনর্বাসনে ৫৯,৮০৩টি দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কর্তৃক প্রতিটি গৃহের নির্মাণ ব্যয় ১,৭১,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ৬৬,২৯১টি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২৬৩,৯২,৩৭,৮৮৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মসূচির আওতায় গ্রাম এলাকায় ৫০০০টি ব্রিজ তৈরি ও ৩০০০ কি.মি. এইচবিবি রাস্তা উদ্বোধন করা:

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী "আমার গ্রাম-আমার শহর"-এর আওতায় গ্রাম এলাকায় ৩০ নভেম্বর ২০২০-এর মধ্যে ৪৩৫০টি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২৬৪০.০০ কি.মি. এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৫০টি মুজিব কিল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করা:

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ৫০টি মুজিব কিল্লার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু অংশগ্রহণ করেছেন এমন ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসবিষয়ক কার্যক্রমের ছবিসংবলিত একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা:

মুজিব শতবর্ষ লেখা পোস্টার/ কলম/ গেঞ্জি/ ক্যাপ/ নোটপ্যাড/ কোটপিন/ ব্যানার/ বিলবোর্ড /টিভিসি বোর্ড/ স্টিকার ইত্যাদি তৈরি এবং বিতরণ করা:

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শীতবস্ত্র প্রদান:

স্থানীয়ভাবে কম্বল/শীতবস্ত্র ক্রয়পূর্বক বিতরণের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৩৯,০৩,৫০,০০০ টাকা জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মুজিববর্ষের মধ্যেই ১৬ লক্ষ পরিবারের মধ্যে কম্বল বিতরণ সম্ভব হবে।

সারা দেশে অতিদরিদ্র ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) গৃহহীন পরিবারকে ২ (দুই) বান্ডিল ঢেউটিন ও নগদ টাকা প্রদান করা:

১৭ মার্চ ২০২০ থেকে এ পর্যন্ত ৩৩,৫৯৫ বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং বান্ডিল প্রতি ৩০০০ টাকা হারে গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরো টাকা ও ঢেউটিন বরাদ্দ দেওয়া হবে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৫০,০০০ পরিবারকে ঢেউটিন ও টাকা বরাদ্দ করা সম্ভব হবে।

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) প্রকল্পের অধীনে সারা দেশের ৯,৬৭,০০০ (নয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার) শ্রমিককে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাস্তা/ড্রেন/রেভিনিউ ডাকবহির্ভূত বাজার, ঝোপঝাড় ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা:

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) এর আওতায় সারা দেশে ৯,৬৭,০০০ শ্রমিককে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাস্তা/ড্রেন/রেভিনিউ ডাকবহির্ভূত বাজার, ঝোপঝাড় ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে এবং শ্রমিক মজুরি, সর্দার মজুরি ও নন-ওয়েজ কস্ট বাবদ ১ম পর্যায়ে ৪০ দিনের কর্মসূচিতে ৮২৮ কোটি টাকা এবং ২য় পর্যায়ে ৪০ দিনের কর্মসূচিতে ৮২১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। দুই পর্যায়ে মোট ৮০ দিনের কর্মসূচি বাবদ ১৬৪৯ কোটি টাকার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকা থেকে জনগণ ও প্রাণিসম্পদ উদ্ধার, নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়া ও ত্রাণ বিতরণের জন্য ২০ (বিশ) টি Multi Purpose Rescue Boat নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে দায়িত্ব প্রদান করা:

৭ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ নওগাঁ জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি

গত ২১-০৭-২০২০ তারিখে ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রতিবছর ২০টি করে সর্বমোট ৬০ (ষাট) টি Multi Purpose Rescue Boat ক্রয়ের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ৫.৪০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ২০টি বোটের মূল্য বাবদ প্রতিবছর ৯ কোটি টাকা এবং তিন বছরে ৬০টি Multi Purpose Rescue Boat বাবদ সর্বমোট ২৭ কোটি টাকা পরিশোধ করা হবে।

৫০টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র উদ্বোধন:

মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে 'জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে ৩০টি ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। মুজিববর্ষে সর্বমোট ৫০টি ত্রাণ গুদাম নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে।

৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন:

'বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ১০ মার্চ, ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হবে। ইতোমধ্যে ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

২০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন:

'বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোপূর্বে ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। আরো ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১০ মার্চ, ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হবে। ইতোমধ্যে ১১০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং তা উদ্বোধন করা হয়েছে।

৩৩৩ এর মাধ্যমে সেবা প্রদান

৩৩৩ এর মাধ্যমে	জেলায়	সিটি কর্পোরেশনে	সর্বমোট
উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা	৪৫,৭৯৮ টি	১,৫৫১ টি	৪৭,৩৪৯ টি
উপকারভোগী লোক সংখ্যা	১,৫৭,৩৯১ জন	৭,৭৫৫ জন	১,৬৫,১৪৬ জন

সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (৩০/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত)

শোক বার্তা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত উপসচিব জনাব আবুল খায়ের মোঃ মারুফ হাসান (পরিচিতি নং ১৫৩৯৯) করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে ১৫-০৪-২০২১ খ্রি. তারিখ ভোর ৬.০০ ঘটিকায় ঢাকার সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

উপসচিব জনাব আবুল খায়ের মোঃ মারুফ হাসান কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২২তম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি এ মন্ত্রণালয়ে যোগদানের তারিখ (২৮-০৯-২০১৭) হতে কর্মরত ছিলেন।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব শেখ এজাজুল কামাল করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্তের পরবর্তী জটিলতায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গত ২১ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ বুধবার ভোর ৫.০০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জনাব শেখ এজাজুল কামাল ১২ অক্টোবর, ১৯৬৩ তারিখ খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার তিল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ০১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ তারিখ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে মুদ্রাক্ষরিক পদে চাকরিতে যোগদান করেন এবং ১১ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহ রেট্রোফিটিংসের মাধ্যমে ভূমিকম্প সহনীয় করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান

– ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ভূমিকম্প ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (বৃহস্পতিবার, ১৭ জুন, ২০২১)।–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহ রেট্রোফিটিংসের (Retroffitings) মাধ্যমে ভূমিকম্প সহনীয় করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ইতিমধ্যে দেশের ছয়টি সিটি করপোরেশন ও তিনটি জেলার ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। ভূমিকম্পসহ যেকোনো দুর্যোগ থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সি প্ল্যানও তৈরি করা হয়েছে। ভূমিকম্প সহনশীল ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করছে।

প্রতিমন্ত্রী ১৭ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সিলেটে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত 'ভূমিকম্প ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক অবহিতকরণ সভা'য় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন জাইকা প্রতিনিধি নাউকি মাতসুমুরা, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক ড. তাহামিদ এম আল হোসাইন, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ জহির বিন আলম, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর শারমিম রেজা চৌধুরী, গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী শফিকুল ইসলাম, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক শামসুদ্দিন আহমেদ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার (অব.) জেনারেল সাজ্জাদ হোসাইন, সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এবং সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মোঃ লুৎফুর রহমান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভূমিকম্প এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার পূর্বাভাস দেয়ার উপায় এখনো বের করা যায়নি। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে মানুষ বাড়ার পাশাপাশি আবাসিক-অনাবাসিক স্থাপনা বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। কিন্তু এসব স্থাপনা কতটা মানসম্পন্ন, বড় ধরনের ভূমিকম্পে সেগুলো টিকে থাকবে কি না এই আশঙ্কা প্রবল। ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে প্রয়োজনীয় খোলা জায়গাও নেই আমাদের বড় শহরগুলোতে। অভিযোগ রয়েছে দেশে ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড মানা হয় না। ফলে মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পও বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। আর বড় ধরনের ভূমিকম্প ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। তাই ভূমিকম্পের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে সব ধরনের অবকাঠামো দুর্যোগ মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেন, বড় ধরনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে, তা বলা মুশকিল, তবে প্রস্তুতি থাকলে মোকাবিলা করতে সুবিধা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার সে কাজটাই করে যাচ্ছে। এ জন্য দল-মতনির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বর্তমানে দেশে ভূমিকম্প পরিমাপের জন্য ১০টি স্টেশন রয়েছে। জাপান থেকে ভূমিকম্প ও সুনামি বিষয়ে (জাপানের) টোকিওর GRIPS ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে ২ বছরের কোর্স সমাপ্ত করে ৪ জন বিজ্ঞানীর মধ্যে ১ জন সিলেট স্টেশনে কর্মরত আছেন। ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে দ্রুত উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অ্যাকোয়াটিক সি সার্চবোট, মেরিন রেসকিউ বোট, মেগাফোন সাইরেনসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সহজ করার জন্য আরো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রসঙ্গ: ভূমিকম্প
সিলেটে এক দিনে ৫ বার কম্পন

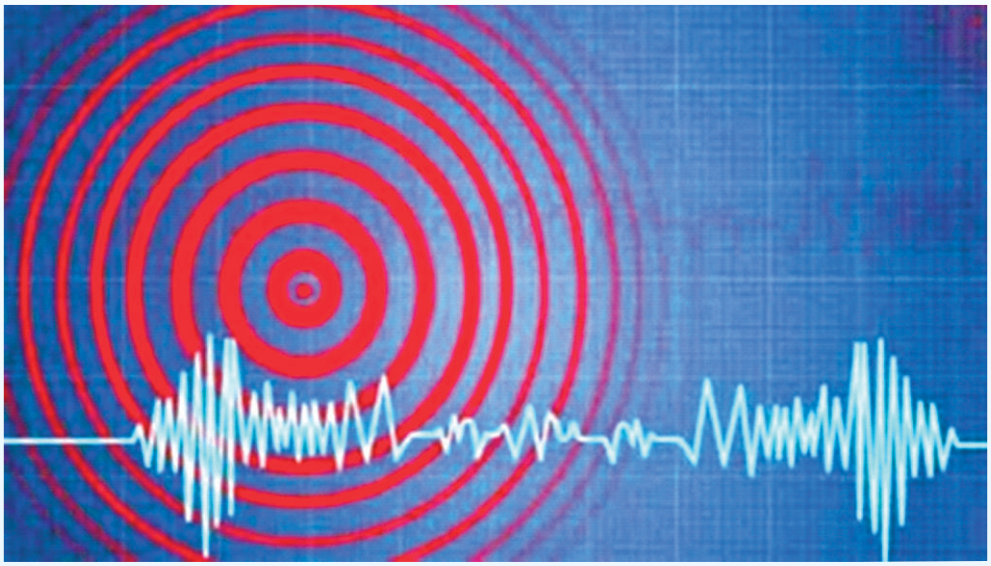

গত ৩০ মে, ২০২১ শনিবার সিলেটে পাঁচবার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। সকাল ১০টা ৩৬ মিনিটে, ১০টা ৫১ মিনিটে, বেলা ১১টা ২৯ মিনিটে, ১১টা ৩৪ মিনিটে ও বেলা ২টায় কেঁপে ওঠে সিলেট।

এর আগে ২৮ এপ্রিল সকাল ৮টা ২২ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতের আসামে এবং রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬।

ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ভারতের ডাউকি ফল্টের অবস্থান সিলেট শহরের অদূরে। এটি খুব বিপজ্জনক ফল্ট। তাই সিলেটও অত্যধিক ঝুঁকিতে আছে।

ভূমিকম্পের আতঙ্ক নিয়ে সিলেটে নগরবাসী দিনভর সময় অতিবাহিত করেছেন। যেকোনো মুহূর্তে ভূমি কেঁপে উঠবে– এই আশঙ্কায় মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। দুঃসময়ের সূচনা হয় ৩০ মে, ২০২১ খ্রি. তারিখ শনিবার সকাল ১০টা ৩৬ মিনিটে। জীবনযাত্রা শুরু হওয়ার মুহূর্তে প্রথম দফা ভূমিকম্প সামাল না দিতেই ১০টা ৫০, ১১টা ৩০ মিনিট, ১১টা ৩৪ মিনিটে ক্রমান্বয়ে কেঁপে ওঠে নগরীর ভূমি। পরপর ভূকম্পনে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায় সর্বত্র। আতঙ্কের রেশ না কাটতেই পুনরায় বেলা ১টা ৫৮ মিনিটে পরপর দুদফা ভূকম্পন অনুভূত হয়। ১টা ৫৮ মিনিটের ঝাঁকুনি বেশ শক্ত অনুভূত হয়। বারবার ভূকম্পন হওয়ায় মানুষ বাসাবাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরে অবস্থান করতে থাকেন। রিখটার স্কেলে কম্পনের সর্বোচ্চ মাত্রা ৪ দশমিক ১ ছিল বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ছোট ছোট ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে। এই বিষয়টি নগরবাসীকে ভীষণ আতঙ্কিত করে তুলেছে। আর বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে সিলেট সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভূমিকম্পের পর যোগাযোগ করে দেখা যায়, শহরের ১০-১৫ কিলোমিটারের মধ্যে কম্পন অনুভূত হয়। শহরের বাইরে এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে ভূমিকম্প হয়নি। যেকোনো মুহূর্তে আবারও ভূমিকম্প হবার ভয়ে নগরীর মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অনেকে বাসাবাড়ি ছেড়ে সাময়িকভাবে পরিচিতজনদের টিনশেডের বাসায় অবস্থান নেয়।

ভূমিকম্পের সময় আপনার করণীয়

- ✓ ভূকম্পন অনুভূত হলে শান্ত থাকুন; আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করবেন না কিংবা তাৎক্ষণিকভাবে বাড়ি থেকে বের হবার চেষ্টা করবেন না।
- ✓ ভূকম্পনের সময় বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে টেবিল, ডেস্ক বা শক্ত কোনো আসবাবপত্রের নিচে আশ্রয় নিন।
- ✓ রান্নাঘরে থাকলে গ্যাসের চুলা বন্ধ করে দ্রুত বেরিয়ে আসুন।
- ✓ বিম, কলাম ও পিলার ঘেঁষে আশ্রয় নিন।
- ✓ অফিস কক্ষ/বাসস্থান থেকে বের হওয়ার পূর্বে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সংযোগস্থল বন্ধ করতে হবে।
- ✓ বারান্দা, বেলকনি, জানালা, বুকশেলফ, আলমারি, কাঠের আসবাব, বাঁধানো ছবি বা অন্য কোনো ঝুলন্ত ভারী বস্তু থেকে দূরে থাকুন।
- ✓ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে স্কুলব্যাগ মাথায় নিয়ে শক্ত বেঞ্চ/টেবিলের নিচে আশ্রয় নিন।
- ✓ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, হাসপাতাল, মার্কেট ও সিনেমা হলে থাকলে বের হওয়ার জন্য দরজার সামনে ভিড় কিংবা ধাক্কাধাক্কি না করে দু'হাতে মাথা ঢেকে বসে পড়ুন।
- ✓ ভাঙা দেয়ালের নিচে চাপা পড়লে বেশি নড়াচড়ার চেষ্টা করবেন না। কাপড়ে মুখ ঢেকে রাখুন, যাতে ধুলাবালি শ্বাসনালিতে না ঢোকে।
- ✓ অফিস কক্ষে অথবা টয়লেটে থাকলে দ্রুত বেরিয়ে আসুন।
- ✓ একবার কম্পন হওয়ার পর আবারও কম্পন হতে পারে। তাই সুযোগ বুঝে বের হয়ে খালি জায়গায় আশ্রয় নিন।
- ✓ ওপর তলায় থাকলে কম্পন বা ঝাঁকুনি না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে; তাড়াহুড়া করে লাফ দিয়ে বা লিফট ব্যবহার করে নামা থেকে বিরত থাকুন।
- ✓ কম্পন বা ঝাঁকুনি থামলে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ুন এবং খোলা আকাশের নিচে অবস্থান নিন।
- ✓ গাড়িতে থাকলে ওভারব্রিজ, ফ্লাইওভার, গাছ ও বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে দূরে গাড়ি থামান। ভূকম্পন না থামা পর্যন্ত গাড়ির ভেতরে থাকুন।
- ✓ ব্যাটারিচালিত রেডিও, টর্চলাইট, হাতুড়ি, হেলমেট, কুড়াল এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম একটি ব্যাগে মজুদ রাখুন।
- ✓ বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণ করুন।
- ✓ ফায়ার স্টেশন, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের জরুরি টেলিফোন নম্বর বাড়ির প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখুন। যেন তা সকলে দেখতে পারে।
- ✓ ভূকম্পের ঝুঁকি মোকাবিলা প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দায়িত্ব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যেকোনো মোবাইল থেকে ১০৯০ চাপুন; জরুরি আবহাওয়া বার্তা জেনে নিন।

প্রসঙ্গ অগ্নিকাণ্ড: ফেব্রুয়ারি মাসে ৯৪১টি অগ্নিকাণ্ড

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মতো অগ্নিকাণ্ডের ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রায় প্রতি দিনই দেশের কোনো না কোনো স্থানে অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ২০২০ সালে দেশে মোট ৬ হাজার ৯৬৭টি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এবং এ কারণে ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, যার সংখ্যা ১ হাজার ৯৮২টি। এরপর রয়েছে খুলনা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ। মৃত্যুর সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ ৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর চট্টগ্রাম বিভাগে ৮ জন এবং সিলেট বিভাগে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এ ছাড়া মাসওয়ারি অগ্নিকাণ্ডের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মার্চ মাসে সর্বোচ্চ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এ সময় সারা দেশে মোট ১ হাজার ২৫১টি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে ৯৪১টি অগ্নিকাণ্ড হয়েছে।

সূত্র: বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

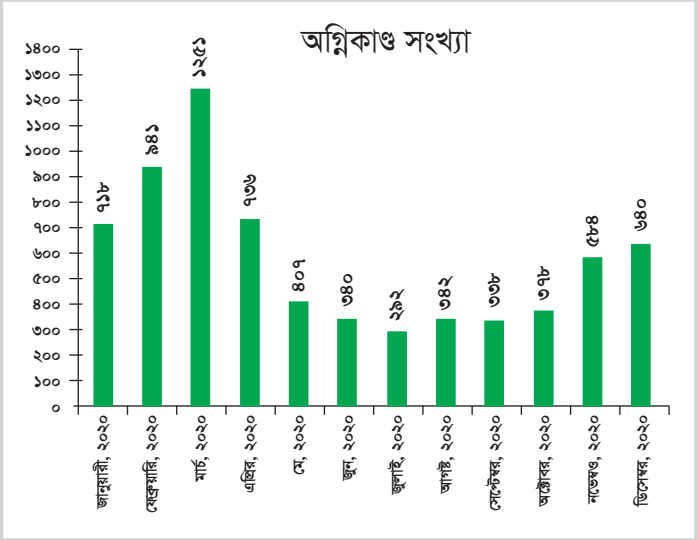

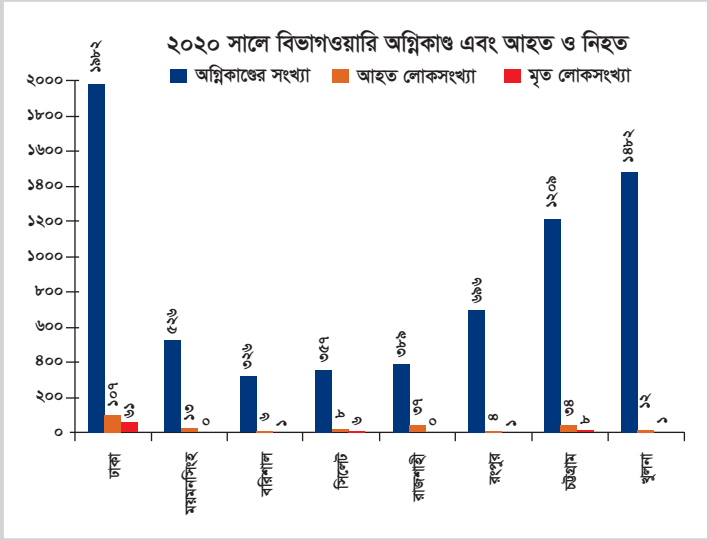

প্রকৃতির আরেক দুর্যোগ বজ্রপাত: মৃত্যুর হার বেশি বাংলাদেশে

প্রকৃতির নতুন দুর্যোগ বজ্রপাতে মৃত্যুর হার বাড়ছে। গত দশ বছরে ২,২০৫ জন বজ্রপাতে মৃত্যুবরণ করেছে। গত ক'বছরে দেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর হার বেড়েছে অন্তত ১৫ শতাংশ। সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করেছে। দেশে বড় উঁচু বৃক্ষের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বজ্রপাত ঝুঁকি মোকাবিলায় ৫০ লাখ তালগাছের চারা রোপণের উদ্যোগ নেয়া হয়। বিভিন্ন এলাকায় ব্যক্তি উদ্যোগে তালগাছের চারা রোপণ করা হচ্ছে।

এখনো বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের মতো বজ্রপাতেরও আগাম সংকেত দেয়ার কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেননি। বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যে হারে উষ্ণতা বাড়ছে, তাতে বজ্রপাতের হার বর্তমানের চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে যাবে; যার বড় শিকার হবে বাংলাদেশ।

ক'বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক অন্যান্য দুর্যোগের সঙ্গে বজ্রপাত যোগ হয়ে বজ্রপাতেই মানুষের মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে। বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে মানুষ আগাম প্রস্তুতিও নেয় না, আগাম সংকেতও মেলে না। হালে ভূমিকম্পে কী করণীয়, তা প্রচার করা হচ্ছে। বজ্রপাতে কী করণীয়, তার প্রচার করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আবহাওয়া বিভাগ যে সংকেত দেয়, তা ঝড় ও বৃষ্টিপাতের। একটা সময় গ্রীষ্মে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি এবং বর্ষায় অঝোর ধারায় বৃষ্টিপাতে মেঘের গর্জন ও বজ্রপাত হতো। মৌসুমের পর বৃষ্টি কমে গিয়ে আশ্বিনের শেষে ও কার্তিকে কিছুটা বৃষ্টিপাত হতো। এখন কোন মেঘে বৃষ্টি ও বজ্রপাত হবে, সেই হিসাব মিলছে না।

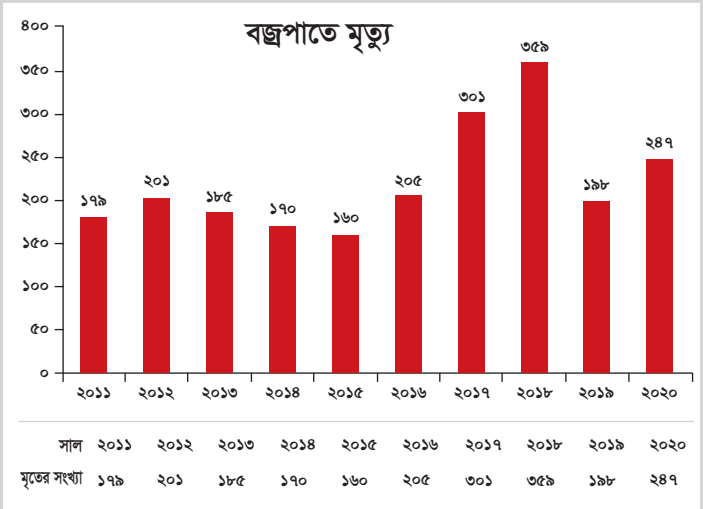

দেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর অন্যতম কারণ পূর্বপ্রস্তুতি না থাকা এবং বড় বৃক্ষের অভাব। শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বজ্রপাতে মৃত্যুর হার বেশি। শহরাঞ্চলে ঘরবাড়িগুলো অনেকটা বজ্রনিরোধক। গ্রামাঞ্চলে বজ্র প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করে বিশাল বৃক্ষ। এই বড় গাছ এখন খুবই কম। কালেভদ্রে বিশাল বট-পাকুড়, আম, জাম, শিমুল, কড়ই, কাঁঠালগাছ চোখে পড়ে। বৃষ্টির সময় বিদ্যুতের ঝলকানি ও মেঘের গর্জনের (গ্রামের কথায় মেঘের ডাক) মধ্যে অনেক সময় গৃহবধূ উঠানে কাজ করে। কৃষক মাঠে থাকে। খোলা মাঠে ও উঠানে বিদ্যুতে আক্রান্ত হয় বেশি। গ্রামের ভাষায় বজ্রপাতকে বলা হয় ঠাটা। একজন ঠাটায় ঝলসে গেলে আশপাশের দশজন কমবেশি ঝলসে যায়।

বিশ্বের হিসাব যা-ই থাক, বাংলাদেশে বজ্রপাতের হার বেড়ে গিয়ে যে মৃত্যুর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে, তা রোধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও নিম্নে বর্ণিত করণীয়সমূহ মেনে চললে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা হলেও হ্রাস করা সম্ভব হবে। বজ্রপাতে করণীয় বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে নিজে জানুন, অন্যকে জানান

- ✓ গ্রীষ্মকালীন কালবৈশাখীর সঙ্গে এবং বর্ষা মৌসুমে বজ্রপাতের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। বজ্রঝড়ের সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করুন।
- ✓ ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাহির হবেন না। অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হতে পারেন।
- ✓ বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে থাকবেন না।
- ✓ বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকুন। বজ্রপাতের সময় চোখ বন্ধ রাখুন।
- ✓ যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন।
- ✓ উঁচু গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার বা ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।
- ✓ কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকুন।
- ✓ বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না; সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।
- ✓ বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকবেন না। জানালা বন্ধ রাখুন এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।
- ✓ বজ্রপাতের সময় মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং এগুলো বন্ধ রাখুন।
- ✓ বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও বিরত থাকুন।
- ✓ খোলা স্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে সরে যান।
- ✓ কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে অবস্থান করুন।
- ✓ প্রতিটি বিল্ডিংয়ে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।
- ✓ বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য বাড়ির পাশে, মাঠে, রাস্তার দুপাশে বেশি বেশি তালগাছ লাগান।
- ✓ বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসককে ডাকতে হবে বা হাসপাতালে নিতে হবে। বজ্রপাতে আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আলোকচিত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কিছু কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে তার্কিশ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন এজেন্সি কর্তৃক কক্সবাজারস্থ শরণার্থী কমিশনারের কার্যালয়ে সরবরাহকৃত গাড়ির চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (বুধবার, ৯ জুন ২০২১)।–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমানের সাথে তাঁর অফিস কক্ষে ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী সাক্ষাৎ করেন (সোমবার, ৩১ মে ২০২১)।–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান ঢাকায় দৈনিক কালের কণ্ঠের সম্মেলনকক্ষে 'ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও প্রস্তুতি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তৃতা করেন (বুধবার, ১৬ জুন ২০২১)–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান ঢাকায় তাঁর মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য চীন সরকার প্রদত্ত 'Emergency Food Aid' হস্তান্তর উপলক্ষে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে অনলাইনে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (বুধবার, ২০ জানুয়ারি ২০২১)।–পিআইডি

৬ মে ২০২১ খ্রি. ঢাকার বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে 'Bangladesh towards Cyclone Resilience through the legacy of Bangabandhu and Sheikh Hasina' শীর্ষক সেমি-ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি মহোদয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সার্বিক ত্রাণ কার্যক্রম বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন (রবিবার, ২৫ এপ্রিল ২০২১)।–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমানের সাথে তাঁর অফিস কক্ষে মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার Haznah Md Hashim সাক্ষাৎ করেন (বুধবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১)।–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন (শনিবার, ২২ মে ২০২১)।–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মোঃ মোহসীন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আসন্ন রমজান উপলক্ষে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে সৌদি সরকার প্রদত্ত খেজুর গ্রহণ করেন (বৃহস্পতিবার, ১ এপ্রিল ২০২১)।–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড উদ্বোধন/ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন (শনিবার, ২২ মে ২০২১)।–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে ২৭ জুন ২০২১ খ্রি. ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল পরিচালনা বিধিমালা ২০২১ অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন কৌশল শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন (মঙ্গলবার, ২২ জুন ২০২১)।–পিআইডি

'মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৪৫৯টি উপজেলায় ৫৩ হাজার ৩৪০টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে জমি ও বাড়ি প্রদান কার্যক্রম (২য় পর্যায়) উদ্বোধন করেন (রবিবার, ২০ জুন ২০২১)।–পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-এর মিডিয়া সেল কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। যোগাযোগ : ৯৫৪০১৩৪
ই-মেইল: mediacell@modmr.gov.bd